দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 13 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

39

ইসলামী ভার্সিটিতে দেড় মাস ধরে অচলাবস্থা ॥ ভিসি'র ক্যাম্পাসে ঢোকার চেষ্টা ব্যর্থ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা॥ দীর্ঘ দেড় মাস পরও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান সঙ্কট তথা অচলাবস্থার অবসান না হওয়ায় পরিস্থিতি বর্তমানে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। সকল পক্ষই এখন দুর্নীতি, দলীয়করণ, অর্থ আত্মসাত, অযোগ্যতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে ভিসি'র অপসারণের দাবিতে লাগাতার ধর্মঘট, অবরোধ, অসহযোগ প্রভৃতি কঠোর কর্মসূচীর মাধ্যমে সৃষ্ট আন্দোলনকে তুঙ্গে পৌঁছিয়েছে। শিক্ষক সমিতি ও শীর্ষ সংগঠনসমূহের পর গত ২ আগস্ট হতে কর্মচারীরাও ভিসি'র অপসারণ ও তাঁর সকল দুর্নীতির বিচারের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন শুরু করেছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যুত পানি সরবরাহ ও টেলিফোন ব্যবস্থায় বড় রকমের বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। গত ২৯ জুন হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম, বাস চলাচল, ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ এমনকি প্রধান গেটসহ সকল অফিসে আন্দোলনরত ছাত্রদের দেয়া তালা ঝুলছে।

এদিকে ভিসি'র প্রতিহিংসাপরায়ণতা, একগুঁয়েমি ও নিষ্ক্রিয়তার কারণে ছয় শতাধিক শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জুলাই মাসের বেতন-ভাতা বিল আজ অবধি পাস হয়নি। ফলে অপেক্ষাকৃত নিম্ন বেতনের কর্মচারীরা মানবেতর জীবনযাপন করছে।

বিতর্কিত ভিসি ইনাম-উল-হক গত রবিবার ভাড়াটিয়া সশস্ত্র যুবকদের প্রহরায় দীর্ঘ ৪৬ দিন পর নিজ কার্যালয়ে প্রবেশের জন্য কয়েক দফা প্রচেষ্টা চালিয়েও ছাত্রদের প্রবল বাধার মুখে ব্যর্থ হয়েছেন। গতকাল ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত দু'টি পৃথক সমাবেশে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভিসিকে অপসারণ না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

এদিকে আগামী ১৮ আগস্টের মধ্যে সঙ্কটের নিরসন করে অবিলম্বে ক্লাস পরীক্ষা চালু এবং সাড়ে ছয় হাজার ছাত্রছাত্রীকে তিন বছরের সেশনজটের অভিশাপ হতে মুক্তিদানের দাবি বাস্তবায়িত না হলে বিভিন্ন বিভাগের মাষ্টার্সে অধ্যয়নরত ১৪ জন মেধাবী ছাত্র আত্মাহুতি প্রদানের হুমকি দিয়েছে। গত শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তারা এই সংকল্প ঘোষণা করে।